রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ২৬, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ আষাঢ়, ১৪২৫ মোতাবেক ২৬ জুন, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ১২ আষাঢ়, ১৪২৫ মোতাবেক ২৬ জুন, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২৬/২০১৮

Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 রহিতক্রমে সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় আধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXVIII of 1983) রহিতক্রমে উহার বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(২) **"ট্রাস্ট"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট;

(৩) **"ট্রাস্টি"** অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো সদস্য;

(৪) **"ট্রাস্টি বোর্ড"** অর্থ ধারা ৫-এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(৫) **"তহবিল"** অর্থ ধারা ১২ এ উল্লিখিত ট্রাস্টের তহবিল;

(৬) **"প্রবিধানমালা"** অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা;

(৭) **"বিধিমালা"** অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন প্রণীত বিধিমালা;

(৮) **"ভাইস-চেয়ারম্যান"** অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান; এবং

(৯) **"সচিব"** অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত ট্রাস্টের সচিব।

৩। **ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা**।—(১) Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXVIII of 1983) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Hindu Religious Welfare Trust এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়**।—(১) ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **ট্রাস্টি বোর্ড গঠন**।—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা—

(ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি পদাধিকারবলে উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; (পদাধিকারবলে); এবং

(গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২১ (একুশ) জন ট্রাস্টি।

(২) সচিব, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সরকার উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন মনোনীত ট্রাস্টিগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জনকে ভাইস-চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব অর্পণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন মনোনীত ট্রাস্টিগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে ট্রাস্টি হিসাবে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সরকার কোন মনোনীত ট্রাস্টিকে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন মনোনীত কোন ট্রাস্টি যে কোন সময় চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে ট্রাস্টির দায়িত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৬) ট্রাস্টি পদে কেবল শূন্যতা বা ট্রাস্টি বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে ট্রাস্টি বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৬। **ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।**— ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণসহ সার্বিক কল্যাণ সাধন; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে কার্য পরিচালনা।

৭। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়, তারিখ ও স্থানে সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ট্রাস্টি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৮। **ট্রাস্টের কার্যাবলি।**—

(ক) হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় এবং শ্মশান প্রতিষ্ঠা, সংস্কার, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

(খ) হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(গ) হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের দেশে-বিদেশে তীর্থভ্রমণে সহায়তা প্রদান;

(ঘ) হিন্দুধর্মীয় উৎসব পালনে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) দুঃস্থ হিন্দুদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(চ) ট্রাস্টের সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ছ) ধর্মীয় শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে পুরোহিত ও সেবাইতগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) হিন্দুধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অনুদান, পুরস্কার, পদক ও বৃত্তি প্রদান;

(ঝ) প্রাচীন তীর্থস্থান ও পীঠস্থান চিহ্নিতকরণ এবং উহাদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান;

(ঞ) হিন্দুধর্মীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উহাদের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান;

(ট) দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার ও সংরক্ষণ;

(ঠ) হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধ, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা প্রদান;

(ড) হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থবলি প্রণয়ন, অনুবাদ এবং সাময়হিকী বা প্রচারপত্র প্রকাশকরণ;

(ঢ) হিন্দুধর্মীয় ইতিহাস, আদর্শ, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন, ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং এতদুদ্দেশ্যে সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, সেমিনার, প্রদর্শনীসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি আয়োজন;

(ণ) হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার স্থাপন; এবং

(ত) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

৯। **পরিচালনা ও প্রশাসন**।—ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসন ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, ট্রাস্টি বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

১০। **সচিব**।—(১) ট্রাস্টের একজন সচিব থাকিবেন যিনি নির্ধারিত শর্তে বোর্ড কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) ট্রাস্ট ইহার কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত শর্তে অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্ধারিত বা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

১১। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ**।—(১) ট্রাস্ট উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টের কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি এবং চাকরির শর্তাবলি প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **ট্রাস্টের তহবিল**।—(১) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল নামে ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকার অনুমোদিত দেশি বা বিদেশি উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে কোনো ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত ঋণ;

(ঙ) তহবিলের বিনিয়োগ হইতে আহরিত অর্থ;

(চ) ট্রাস্টের নিজস্ব উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়; এবং

(ছ) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ ট্রাস্টের নামে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় উল্লিখিত "তফসিলি ব্যাংক" অর্থে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) তহবিলের ব্যাংক হিসাব ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে এবং ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ১(এক) জন ট্রাস্টি এবং সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

১৩। **বাজেট।**—ট্রাস্ট প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থবৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণীর অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৪। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) ট্রাস্ট উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া উল্লিখিত, প্রত্যেক বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, সচিব ও ট্রাস্টের অন্যান্য কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব-নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2 (1) (b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্ট এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৫। **ক্ষমতা অর্পণ।**—ট্রাস্টি বোর্ড, উহার যে কোনো ক্ষমতা সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কোন ট্রাস্টি, সচিব বা অন্য যে কোন কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৬। **প্রতিবেদন**।—(১) প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর উক্ত অর্থ বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের ৩০ জুনের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনে, ট্রাস্টের নিকট হইতে উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী অথবা অন্য কোন তথ্য চাহিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট উহা সরবরাহ করিবে।

১৭। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। **প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ট্রাস্ট বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXVIII of 1983) অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত Ordinance- এর অধীন,—

(ক) কৃত সকল কার্যক্রম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গঠিত ট্রাস্ট এর তহবিল, সম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, দায়-দেনা এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাস্টের তহবিল, সম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং দায়-দেনা হিসাবে গণ্য হইবে;

(গ) গৃহীত কোন কার্য ও ব্যবস্থা ট্রাস্ট কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলা অনিস্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিস্পন্ন করিতে হইবে বা চলমান থাকিবে যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই;

(ঘ) প্রণীত সকল বিধিমালা, প্রবিধানমালা যাহা উক্ত Ordinance রহিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল উহা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধানমালা দ্বারা রহিত বা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ এবং যতদূর পর্যন্ত এই আইনের বিধানাবলির পরিপন্থি না হয় ততদূর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে;

(ঙ) নিযুক্ত ট্রাস্টিগণ এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যেই সকল শর্তাধীনে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তাধীনে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে প্রদেয় সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন; এবং

(চ) নিযুক্ত কর্মচারীগণ এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যেই সকল শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তাধীনে ট্রাস্টের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে, ক্ষেত্রমত প্রদেয় বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

যেহেতু হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণ সাধনসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে, THE HINDU RELIGIOUS WELFARE TRUST ORDINANCE, 1983 (Ordinance No. LXIX of 1983) জারি করা হয়; এবং

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু THE HINDU RELIGIOUS WELFARE TRUST ORDINANCE, 1983-এর সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় প্রণীত নূতন আইন, “হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮” শীর্ষক একটি বিল চূড়ান্ত করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু “হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮” শীর্ষক বিলে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে বিধায় তাহা উত্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুসারে মাহমান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে THE HINDU RELIGIOUS WELFARE TRUST ORDINANCE, 1983 এর বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

সেহেতু “হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮” শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করিতেছি।

অধ্যক্ষ মতিউর রহমান
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

আ. ই. ম গোলাম কিবরিয়া
দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd